আত্মসমর্পণ

(Surrender to God's Will)

লূক লিখিত সুসমাচার ১ অধ্যায় ২৬-৩৮ পদ

আজ আমরা শাস্ত্রের যে অংশ পাঠ করেছি, তা যীশুর প্রথম আগমণকে স্মরণ করে আমরা যে বড়দিনের উৎসব পালন করি, সেই উপাসনার প্রচারের বিষয়। কিন্তু ঈশ্বরের সমস্ত বাক্যই আমাদের জীবনের প্রতিটি দিনের জন্য প্রযোজ্য হওয়ায়, আজ আমরা এই অংশ থেকে দেখব, প্রভু এর মাধ্যমে আমাদের কী বলতে চান?

যে অংশ আমরা পাঠ করেছি, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে গাব্রিয়েল দূতকে ঈশ্বর যাজক সখরিয়ের কাছে প্রেরণ করেছিলেন (১:৫-২৫), তাঁকে ঈশ্বর ছয় মাস পরে (১:৩৬) পুনরায় গালীল প্রদেশের নাসরৎ নামে ছোট্ট একটি গ্রামে মরিয়ম নামক এক কুমারীর কাছে প্রেরণ করেন। এই দূতের মাধ্যমে ঈশ্বর মরিয়মকে এই কথা জানান যে, কুমারী মরিয়ম গর্ভবতী হবে, পুত্র প্রসব করবে ও সেই শিশুর নাম যীশু রাখতে হবে। দূতের মাধ্যমে মরিয়ম যখন এই কথা শুনেছিল, তখন তার মনের মধ্যে যে ঝড় উঠেছিল, তা যদি আমাদের উপলব্ধি করতে হয়, আমাদেরকে এই ঘটনার প্রেক্ষাপট প্রথমে বুঝতে হবে।

১। প্রেক্ষাপট

নতুন নিয়মের বিভিন্ন অংশে যীশুর মা মরিয়মের বিষয় যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে, তা থেকে আমরা জানি যে, গালীল প্রদেশের একটি অনামী গ্রাম, নাসরতের একটি দরিদ্র পরিবারে মরিয়ম তখন ১৩-১৯ বৎসরের একজন কিশোরী। অন্যদিকে, সে খুবই ঈশ্বরভক্তা স্ত্রীলোক। যে সময়কার ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, সেই সময় মরিয়ম দায়ূদ-কুলের যোষেফ নামক পুরুষের সঙ্গে বিবাহের জন্য বাগদত্তা ছিল। সেই সময় ইহূদী সমাজের নিয়ম অনুসারে, বাগদান ও বিবাহের মধ্যে ছয় থেকে এক বৎসর সময়ের ব্যবধান ছিল। যদিও তাদের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠান বা ভোজ সাধিত হয়নি, তথাপি এই সময় যাদের মধ্যে সেই বাগদান সম্পাদিত হত, তাদেরকে বিবাহিত জ্ঞান করা হত, তাদেরকে স্বামী-স্ত্রী বলা হত (মথি ১:১৯-২০); এবং কেবল বিবাহ-বিচ্ছেদের মাধ্যমেই সেই বাগদানকে ভেঙ্গে ফেলা সম্ভব ছিল। কিন্তু বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পাদিত না হওয়ায়, কন্যা তার পিতার গৃহেই বাস করত, এবং বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত সেই দম্পতি তাদের দাম্পত্য-জীবন, তথা যৌন-সম্পর্ক ভোগ করতে পারত না। সেই কারণে, বাগদত্তা স্ত্রীলোক তার সতীত্ব রক্ষা করতে বাধ্য থাকত; কোনও কারণে তা ভঙ্গ হলে, সেই কাজকে ব্যভিচার জ্ঞান করা হত (২বিবরণ ২২:১৩-২১; ২৩-২৭)।

এমন পরিস্থিতিতে, আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে, বিবাহের পূর্বে আর পাঁচ জন কুমারীর ন্যায় মরিয়মও তার বিবাহ-চিন্তায় মগ্ন ছিল। সেই বিবাহ ভোজের সময় সে কীভাবে সাজবে, কোন্ কাপড় পড়বে, কতজনকে নিমন্ত্রিত করা হবে, কী খাওয়ানো হবে, গান-বাজনার কী ব্যবস্থা করা হবে, প্রভৃতি বিষয়ে নানা চিন্তায় সে মগ্ন ছিল। এটাই ছিল তার জীবনের সবচেয়ে সুখের সময়। মরিয়মের জীবনের এমন সুখকর দিনে ঈশ্বর গাব্রিয়েল দূতকে মরিয়মের কাছে প্রেরণ করেন এবং মরিয়মকে এমন কথা শোনান, যা মরিয়মের পক্ষে বিশ্বাস করা খুবই কঠিন ছিল। কিন্তু ঈশ্বর মরিয়মকে যে কথা বললেন, মরিয়ম যদি তা পালন করে, তাহলে কেবল তার নিজের জীবন নয়, কিন্তু সমগ্র মানব-সমাজের ইতিহাস চিরকালের জন্য বদলে যেতে চলেছে। কিন্তু তার জন্য মরিয়মকে তার বিবাহের সুখকর স্বপ্নকে জলাঞ্জলি দিতে হবে; কারণ বিবাহের পূর্বেই সে গর্ভবতী হতে চলেছে।

২। গাব্রিয়েলের বার্তা

২৬-২৭ পদে বলা হয়েছে, *"পরে ষষ্ঠ মাসে গাব্রিয়েল দূত ঈশ্বরের কাছ থেকে গালীল দেশের নাসরৎ নামক নগরে একটি কুমারীর কাছে প্রেরিত হল, সে দায়ূদ-কুলের যোষেফ নামক পুরুষের প্রতি বাগদত্তা হয়েছিল, সেই কুমারীর নাম মরিয়ম।"* এবারে গাব্রিয়েল দূত জেরুশালেমে নয়, কিন্তু গালীলের নাসরৎ নামক গ্রামে প্রেরিত হয়েছে। এই গ্রাম জেরুশালেমের ৭০ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ছিল। এই গ্রামেই যীশু তাঁর শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত কাটিয়েছিলেন। ধরা যেতে পারে, কোনও একদিন মরিয়ম যখন তার নিজের ঘরে, তখন হঠাৎ গাব্রিয়েল দূত তার কাছে এসে উপস্থিত। গাব্রিয়েল মরিয়মকে এই কথা বলল, *"অয়ি মহানুগৃহীতে, মঙ্গল*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

হোক, প্রভু তোমার সহবর্তী'' (২৮ পদ)। এই কথার অর্থ এই নয় যে, মরিয়ম অনুগ্রহে পূর্ণ (যেমন যীশুর বিষয় যোহন ১:১৪ পদে বলা হয়েছে), তাই সে অন্যদের অনুগ্রহ দানে সক্ষম; কিন্তু এ কথার অর্থ, মরিয়ম ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেছে (৩০খ)। ঈশ্বর এক অভূতপূর্ব পদ্ধতিতে মরিয়মের প্রতি তাঁর শর্তহীন অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে চলেছেন, ঈশ্বর তাঁর নিজের পুত্রকে পৃথিবীতে প্রেরণ করতে মরিয়মের গর্ভকে ব্যবহার করতে চলেছেন। কিন্তু দূতের মুখে নিজের বিষয় এমন মঙ্গলাবাদ শুনে মরিয়ম অবাক হয়েছে। ২৯ পদে বলা হয়েছে, *''কিন্তু মরিয়ম সেই বাক্যে অতিশয় উদ্বিগ্ন হল, আর মনে মনে আন্দোলন করতে লাগল, এ কেমন মঙ্গলাবাদ?''* কারণ, আর পাঁচজন মেয়ের মতো মরিয়মও অতি সাধারণ এক মেয়ে; নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মানে সে অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকলেও, সে তার বিভিন্ন দোষ-ত্রুটি ভালো করেই জানে; সে আরও জানে যে, সে একজন পাপী। অন্যদিকে, জগতের মানেও, সে বয়সে কিশোরী এবং সামাজিক পদমর্যাদায় পেছনের সারির মানুষ (১:৪৮, ৫২খ)। তাই, সে নিজেকে দূতের মুখ থেকে এমন মঙ্গলাবাদ শোনার যোগ্য জ্ঞান করে না। কিন্তু মরিয়ম তার এই উদ্বিগ্নতার কথা মুখ না বলে, কেবল মনে মনে অনুভব করেছে।

কিন্তু মরিয়মের এই উদ্বিগ্নতা দেখে গাব্রিয়েল বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি; পরিবর্তে সে মরিয়মকে বলেছে যে, মরিয়ম ঈশ্বরের এতো অনুগ্রহ পেয়েছে যে, সে পুত্র-সন্তান প্রসব করতে চলেছে, যে সন্তান স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র।

৩। পুত্র-সন্তানের বিবরণ

৩০ পদে বলা হয়েছে, *''দূত তাকে বলল, মরিয়ম, ভয় কোরো না, কারণ তুমি ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহ পেয়েছ।''* এর আগে ১৩ পদে এই দূত সখরিয়কে যে কথা বলেছিল, সেই একই কথা মরিয়মকে বলেছে, ***ভয় কোরো না***। যে কারণে দূত মরিয়মকে ভয় করতে নিষেধ করেছে, তা হল, ঈশ্বর মরিয়মকে তাঁর বিশেষ আশীর্বাদ প্রদর্শনের পাত্র জ্ঞান করেছেন। এখন, অনুগ্রহ হল এমন জিনিস, যা পাবার জন্য কাউকে যোগ্য হতে হয় না; তা কেবল দাতার ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। তাই, নিজের সামান্য প্রেক্ষাপট বা অযোগ্যতার কথা চিন্তা করে, মরিয়মের ভয় করার কোনও প্রয়োজন নেই। ৩১ পদে দূত আরও বলেছে, *''আর দেখ, তুমি গর্ভবতী হয়ে পুত্র প্রসব করবে, ও তাঁর নাম যীশু রাখবে।* যে বিশেষ অনুগ্রহ মরিয়ম পেয়েছে, তা হল, কুমারী মরিয়ম মা হয়ে, পুত্র-সন্তান প্রসব করতে চলেছে এবং সেই পুত্র-সন্তানের নাম রাখা হবে ''যীশু''। লূক যেহেতু তার এই রচনা পরজাতি খ্রীস্টবিশ্বাসীদের জন্য লিখছে, যারা হিব্রুভাষায় বিজ্ঞ নয়, সেইহেতু, এই নামের অর্থ কী, তা লেখেনি। কিন্তু মথি তার ইহূদী পাঠকদের উদ্দেশে লেখা সুসমাচারে (মথি ১:২১), এই নামের অর্থ ''ত্রাণকর্তা'' লিখেছে। এখন, স্বয়ং ঈশ্বর যেহেতু তাঁকে এই নাম দিতে চলেছেন, সেইহেতু তাঁর মাধ্যমেই ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রজাদের পাপ থেকে উদ্ধার করতে চলেছেন। ৩২-৩৩ পদে বলা হয়েছে, *''তিনি মহান হবেন, আর তাঁকে পরাৎপরের পুত্র বলা যাবে, আর প্রভু ঈশ্বর তাঁর পিতা দায়ূদের সিংহাসন তাঁকে দেবেন; তিনি যাকোব-কুলের উপরে যুগে যুগে রাজত্ব করবেন, ও তাঁর রাজ্যের শেষ হবে না।''* এর আগে ১৫ যোহন বাপ্তাইজক সম্বন্ধে বলা হয়েছিল, *''সে প্রভুর সামনে মহান হবে।''* কিন্তু এখানে প্রভু যীশুর বিষয় বলা হচ্ছে, *''তিনি মহান হবেন, আর তাঁকে পরাৎপরের (আদি ১৪:১৮) পুত্র বলা যাবে।''* অর্থাৎ, তাঁর মহত্ব সমস্ত বিষয়কে অতিক্রম করবে। তাঁকেই দায়ূদের সিংহাসন দেওয়া হবে। এখানে, 'সিংহাসন' হল সর্বোচ্চ ক্ষমতার প্রতীক। পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে, দায়ূদের বংশধর হিসাবে আগত মশীহ-রাজার ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের বিষয় যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে (২শমূয়েল ৭:১৪; গীত ২:৭; ৮৯:২৬-২৭), তিনি তার অধিকারী হতে চলেছেন। এখন, তাঁর এই সার্বভৌমত্ব যে কেবল কিছু কালের জন্য পৃথিবীর উপর কায়েম করা হবে, তা নয়; কিন্তু তা আত্মিক ইস্রায়েলের উপর অনুগ্রহ ও সত্যের রাজত্ব চিরকালের জন্য স্থাপিত হবে (গীত ৪৬:৭, ১১; লূক ১৭:২১; যোহন ৬:১৫; ১৮:৩৬-৩৭; প্রেরিত ১:৬-৮)। পৌলের ভাষায়, এই রাজ্য *''ধার্মিকতা, শান্তি ও পবিত্র আত্মাতে আনন্দ''* (রোমীয় ১৪:১৭)। এই রাজ্যের চূড়ান্ত বাহ্যিক প্রকাশ নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবীর দ্বারা সাধিত হবে, যখন সমস্ত সৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের বশীভূত হবে (রোমীয় ৮:১৯-২৫; ১করিন্থীয় ১৫:২৪-২৮), এবং শয়তান ও তার সমস্ত অনুকারী তাঁর উপস্থিতি থেকে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

দূরীকৃত হবে (প্রকা. ২০:১১-১৫)।

দূতের এই কথা থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, মরিমের উপর নয়, কিন্তু তার সন্তানের উপর এখানে জোর দেওয়া হয়েছে। যে সন্তান মরিয়ম প্রসব করতে চলেছে, তিনি কয়েক শত বৎসর পূর্বের ভাববাণী অনুসারে জন্মগ্রহণ করতে চলেছেন (যিশাইয় ৭:১৪; ৯:৬; ২শমূয়েল ৭:১১-১৪, ইত্যাদি)।

৪। মরিয়মের প্রতিক্রিয়া

এখন, দূতের মুখে এই সমস্ত কথা শুনে, মরিয়ম অনেক প্রশ্ন করতে পারত, বিভিন্ন উপায়ে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে পারত। এমন অদ্ভুৎ কথা শুনে মরিয়ম, সখরিয়ের মতো, দূতের কথার সত্য সম্বন্ধে সন্দেহ পোষন করতে পারত; চিহ্ন চাইতে পারত। কিন্তু মরিয়ম তা করেনি, পরিবর্তে সে দূতের সমস্ত কথা বিশ্বাস করেছে। কিন্তু দূতের কথা বিশ্বাস করলেও, মরিয়ম উপলব্ধি করতে পারেনি, তা কীভাবে সাধিত হবে। তাই, সে দূতের কাছে কেবল যে বিষয়টি জানতে চেয়েছে, তা হল, ***"এ কীভাবে হবে? আমি তো পুরুষকে জানি না"*** (৩৪ পদ)। এই প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক, কারণ মরিয়ম বাগদত্তা হলেও এখনও প্রকৃত অর্থে বিবাহিতা নয়। সে নিজেকে তার স্বামীর জন্য পৃথক করে রেখেছে, সে কোনও পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কীত নয়, তার কুমারীত্ব এখনও অটুট আছে। তাহলে, সে কীভাবে গর্ভবতী হবে এবং সন্তান প্রসব করবে?

মরিয়মের এই প্রশ্নের উত্তরে গাব্রিয়েল তাকে বলেছে, ***"পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসবেন, এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করবে; এই কারণ যে সন্তান জন্মিবেন, তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাবে"*** (৩৫ পদ)। দূত মরিয়মকে জানায় যে, মরিয়মের গর্ভে যে সন্তান জন্ম নিতে চেলেছে, সে জগতের স্বাভাবিক নিয়মে জন্ম নেবে না, কিন্তু ঈশ্বরের পরিকল্পনায় অলৌকীকভাবে কোনও পুরুষের অংশগ্রহণ ছাড়াই মরিয়মের গর্ভে ভ্রুণ উৎপন্ন হবে। সর্বশক্তিমান সার্বভৌম ঈশ্বর তাঁর আপন ক্ষমতায় তা সম্পন্ন করবেন। আদি ১:২ পদে, সৃষ্টিতে যেমন ***"ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করছিলেন,"*** ঠিক তেমনই, পবিত্র আত্মা মরিয়মের উপরে ছায়া করতে চলেছেন। পবিত্র আত্মার এই ছায়া তাকে কেবল রক্ষা করা নয়, কিন্তু তার মধ্যে সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করতে চলেছে। মরিয়মের গর্ভে ভ্রুণকে স্থাপন করতে চলেছে। দূতের মুখে এই কথা শুনে মরিয়ম যে তার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিল, তা নয়। কারণ, আমরা জানি মাতৃগর্ভে ভ্রুণের জন্ম কত জটিল প্রক্রিয়া; আর এখানে, পূর্ব-অস্তিত্ব সম্পন্ন ঈশ্বরের-বাক্য যে পদ্ধতিতে মানব-প্রকৃতি গ্রহণ করতে চলেছেন, তা আমাদের পক্ষে উপলব্ধি করা কি সম্ভব? তাই, ঈশ্বর বা গাব্রিয়েল এমন দাবি করেননি, যে মরিয়ম যেন তা উপলব্ধি করে, তার পরিবর্তে, মরিয়মের কাছে যা আশা করা হয়েছে, তা হল, মরিয়ম যেন তা বিশ্বাস করে এবং স্বেচ্ছায় তা মেনে নেয়।

দূত মরিয়মকে আরও বলেছে যে, ***"এই কারণ যে সন্তান জন্মিবেন, তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাবে।"*** এখন, এই পদ্ধতিতে ঈশ্বরের পুত্রের জন্ম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ঈশ্বরের নিজের প্রজাদেরকে তাদের পাপ থেকে উদ্ধারের জন্য এমন এক ত্রাণকর্তার প্রয়োজন, যিনি একাধারে (১) তাদের প্রকৃতির অধিকারী হবেন, শতকরা ১০০ ভাগ মানুষ হবেন। কারণ, তা না হলে, তাদের সঙ্গে কখনও যোগাযোগ সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না (গালাতীয় ৪:৪-৫)। (২) কিন্তু কেবল মানব প্রকৃতির অধিকারী হলেই হবে না, তিনিও যদি তাদের মতো প্রাথমিক পাপে পাপী হন, তিনি কখনও তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারেন না (লূক ৬:৩৯)। তাঁকে পাপশূন্য হতে হবে। মরিয়ম বা মরিয়মের পিতা-মাতা, কেউই পাপশূন্য ছিল না, তাই তার পুত্রকে পাপশূন্য হবার জন্য মরিয়মের আত্মগৌরব করার কিছু নেই। কিন্তু কুমারী গর্ভবতী হবার ন্যায় অলৌকীক কাজ, তথা পবিত্র আত্মার সার্বভৌম ক্ষমতাই পাপী মরিয়মের গর্ভে নিষ্পাপ যীশুকে জন্ম দিয়েছিল। *C. S. Lewis* এমন কথা বলেছেন, *"মানুষ আমাদের ঈশ্বরের সন্তান করতে ঈশ্বরের পুত্রকে মানুষ হতে হয়েছিল।"*

৩৬ পদে গাব্রিয়েল ইলীশাবেৎ-এর কথা উল্লেখ করে, মরিয়মকে ঈশ্বরের অলৌকীক ক্ষমতায় বিশ্বাস করতে যুক্তি দিয়েছে। মনে রাখতে হবে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সখরিয় ও ইলীশাবেৎ-এর সন্তান লাভ অবশ্যই অলৌকীক ঘটনা, কিন্তু তা অদ্বিতীয় ঘটনা ছিল না, আমরা ইস্হাকের জন্মের কথা চিন্তা করতে পারি। কিন্তু কোনও পুরুষের অংশগ্রহণ ছাড়াই যীশুর জন্ম এক ও অদ্বিতীয় অলৌকীক ঘটনা। যে অলৌকীক কাজ ঈশ্বর ইস্হাক বা যোহনের জন্মে সাধন করেছেন, সেই ঈশ্বর

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

যীশুর জন্মে সর্বোত্তম অলৌকীক কাজ সাধন করতে চলেছেন, ***"কারণ ঈশ্বরের কোনও বাক্য শক্তিহীন হবে না"*** (৩৭ পদ)। ঈশ্বর যা ইচ্ছা করেন, তিনি তা সাধন করার সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী।

৩৮ পদে, মরিয়ম দূতকে বলেছে, ***"দেখুন, আমি প্রভুর দাসী, আপনার বাক্যানুসারে আমার প্রতি ঘটুক।"*** এই পদে 'দাসীর' *(slave)* পরিবর্তে 'হাতে তৈরী' *(handmade)* ভালো অনুবাদ। কারণ দাস-দাসী শব্দের মধ্যে বল প্রয়োগের দ্বারা কাজ উদ্ধারের বিষয় যুক্ত; কিন্তু এখানে মরিয়ম সম্পূর্ণ নম্রতায় ও স্বেচ্ছায় তার উৎসর্গীকৃত মনোভাব প্রকাশ করেছে। মরিয়মের এই কথার দ্বারা মরিয়ম স্বেচ্ছায় প্রভুর ইচ্ছা পালন করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে, সে নিজেকে ঈশ্বরের অধিকার হিসাবে স্বীকার করেছে। ঈশ্বর যখন তাকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন, মরিয়ম বাধাস্বরূপ হয়নি। কিন্তু মরিয়মের কাছে এই কাজ খুব সহজ ছিল না। কারণ প্রভুর ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করার ফলস্বরূপ মরিয়মকে কী ধরণের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হয়েছিল, তা আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। বিবাহের পূর্বেই গর্ভবতী হবার কারণে সকলেই তাকে ভুল বুঝতে চলেছে, সকলের কাছেই সে লজ্জার পাত্র হতে চলেছে। তার সুনাম নষ্ট হতে চলেছে, নাসরতে তার সুন্দর, শান্ত, সুখের জীবন শেষ হতে চলেছে; যা তাকে হয়ত নাসরৎ ত্যাগ করতে বাধ্য করতে পারে। কেবল তাই নয়, মরিয়ম জানে না, যোষেফ এর পর তাকে কীভাবে গ্রহণ করবে। বিবাহের পূর্বে তার গর্ভবতী হবার কথা শুনেও কি যোষেফ তাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করবে? না-কি তাকে জন সমক্ষে লজ্জার পাত্র করবে? যোষেফ যেহেতু জানে যে, সে নিজে সেই পুত্রের পিতা নয়, সে কি সেই পুত্রকে স্বীকার করবে? না-কি তার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ করবে? এই ধরণের বিভিন্ন প্রশ্ন সেদিন নিশ্চয়ই মরিয়মের মনে উঁকি মেরেছিল। সে দেখতে পেয়েছিল, কত বড়ো বড়ো সমস্যা আগামী দিনে এই ঘটনার জন্য অপেক্ষা করে আছে। এখন সেই সমস্ত সমস্যার শুরু মাত্র। তথাপি, মরিয়ম সেদিন ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি 'হ্যাঁ' বলতে পেরেছিল। কারণ সে ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতায় বিশ্বাস করত। সে জানত, যিনি তার সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা, তিনি যদি তাকে রক্ষা করেন, মানুষের লজ্জা, ঘৃণা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, তাড়না, অত্যাচার, ভ্রান্ত-ব্যাখ্যা, একঘরেকরণ, কিছুই তার কাছে সহ্যের অতিরিক্ত নয়। কেবল তাই নয়, যে ঈশ্বর তাঁর অলৌকীক ক্ষমতায় কুমারী মরিয়মকে গর্ভবতী করতে পারেন, তিনিই তাকে সমস্ত প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করতে পারেন।

ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি আমাদের উত্তর কী? তিনি যখন আমাদের ব্যবহার করতে চান, আমরা কি তাঁর হাতে ব্যবহৃত হবার জন্য স্বেচ্ছায় নিজেদের উৎসর্গ করে থাকি? না-কি, নিষ্ঠুর বাস্তবের বিভিন্ন সমস্যার কথা চিন্তা করে আমরা নিজেদের দূরে রেখেছি। ঈশ্বর যখন আপনার পরিবারের অন্যান্যদের কাছে বা আপনার আত্মীয়-স্বজনদের কাছে আপনাকে তাঁর বার্তাবাহক হিসাবে ব্যবহার করতে চান, আপনি কি তাঁকে 'হ্যাঁ' বলে এগিয়ে আসেন; না-কি, নিজের অক্ষমতার অজুহাত দেখান। মণ্ডলীর বিভিন্ন উপাসনায়, পাপ-স্বীকারের প্রার্থনায়, সাণ্ডেস্কুলের শিশুদের শিক্ষাদানে, ক্রেশের বাচ্চাদের সঙ্গে সময় কাটাতে, সুন্দরবনের সুসমাচার প্রচারে, বিশ্বাসীদের গৃহ-পরিদর্শনে, প্রভৃতি কাজে ঈশ্বর যখন আমাদের অংশগ্রহণ ইচ্ছা করেন, তখন আমরা কি কেবল অজুহাত দেখিয়ে থাকি? সেদিন কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি মরিয়মের ইতিবাচক উত্তর পৃথিবীর ইতিহাসকে পাল্টে দিয়েছে। ঈশ্বর মরিয়মের মতো অনামী গ্রামের দরিদ্র সাধারণ নারীকে ব্যবহার করে, আমাদের পরিত্রাণার্থে তাঁর অনন্ত পরিকল্পনা পূর্ণ করেছেন। আসুন, তাঁর ইচ্ছার কাছে, তাঁর হাতে নিজেদের সমর্পণ করি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com